যত্ন ও সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার তোমার আছে!

শিশু ও কিশোর বান্ধব ভাষায়

শিশুদের বিকল্প পরিচর্যা বিষয়ক নির্দেশিকা

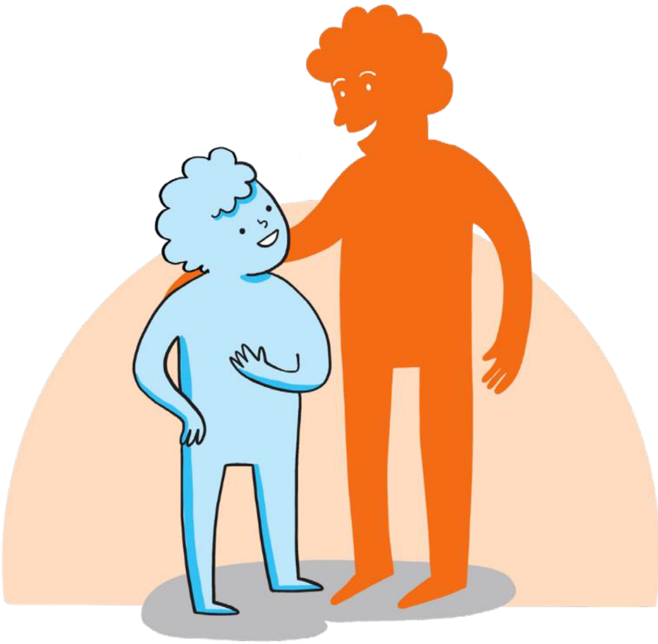

SOS CHILDREN'S VILLAGES

সূচি

১ যত্ন ও সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার ৩

২ তুমি এবং তোমার মা-বাবা সমস্যার মুখোমুখি হলে করণীয় ৮

৩ তোমার মা-বাবার সাথে বসবাস করা সম্ভব না হলে ১১

৪ যদি তুমি দেশের বাইরে একা কোথাও থাকো ২৬

৫ তোমার দেশে জরুরী পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে করণীয় ২৯

লেজেন্ড

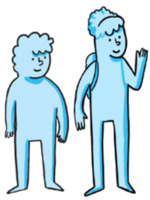

শিশু এবং তরুণ

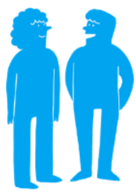

মা-বাবা

যত্নদানকারী

সরকারি কর্মী

অধ্যায় ১

যত্ন ও সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার

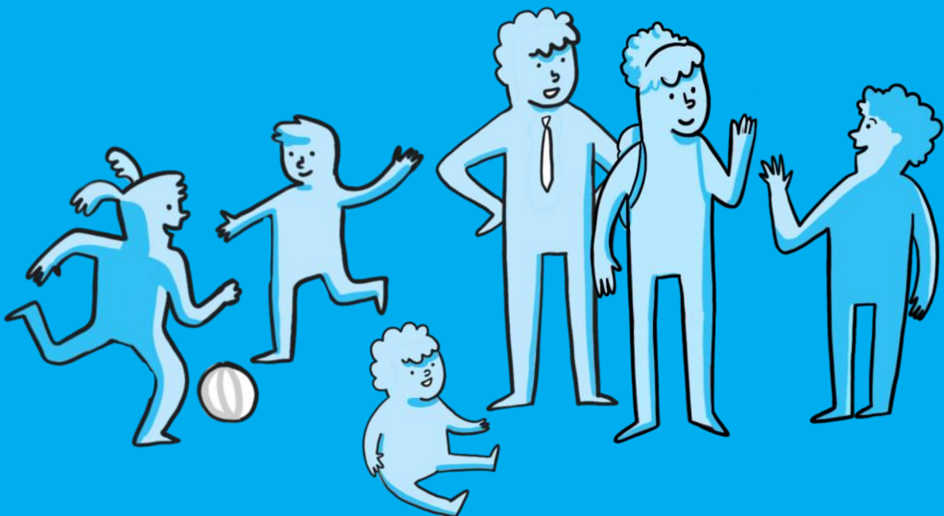

যত্ন ও সুরক্ষা কি?

একজন প্রাপ্তবয়স্ক (বেশীরভাগ দেশে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত) মানুষে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত আইনগতভাবে তুমি শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বিশেষ কিছু অধিকার প্রাপ্ত হবে, তেমনই একটি অধিকার হল **যত্ন ও সুরক্ষা পাবার অধিকার।**

এর মানে হল, সরকার এবং তোমার চারপাশের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদেরকে অবশ্যই তোমার সুস্থ্য ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সব কর্তব্য পালন করতে হবে।

এটাই তোমার অধিকার, অর্থাৎ এসবের কোনকিছুই তোমার কোনভাবে অর্জন করতে হবে না। আইন অনুযায়ী শিশু হিসেবে এসব পাবার অধিকার তোমার রয়েছে এবং প্রত্যেককে অবশ্যই এই অধিকারগুলোকে সম্মান জানাতে হবে।

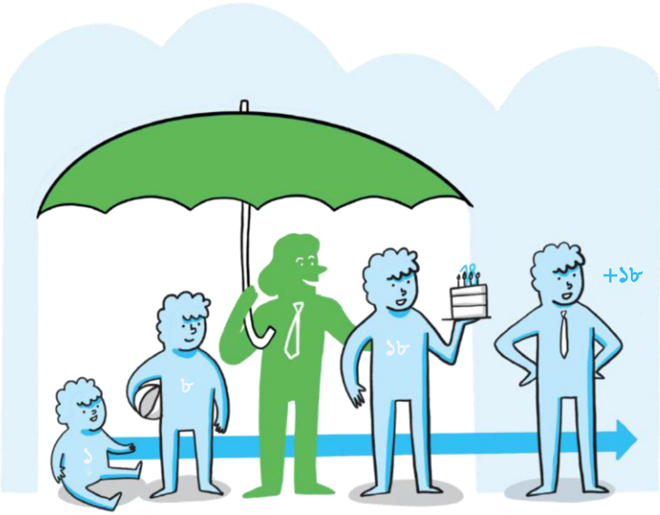

আমাকে যত্ন ও সুরক্ষা দেয়া কার দায়িত্ব?

তুমি শিশু হলে সবসময় একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তোমার যত্ন ও সুরক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন: এমন কেউ যাকে তুমি বিশ্বাস কর, যে তোমাকে সকল ধরণের সহযোগিতা করবে ও তোমার প্রয়োজনীয় সকল নির্দেশনা প্রদান করবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি একজন আত্মনির্ভরশীল প্রাপ্তবয়স্ক মানুষে পরিণত হবে।

মা-বাবার উপরই সাধারণত এই দায়িত্ব থাকে। তবে কখনও কখনও মা-বাবা দায়িত্ব পালনের মতো পরিস্থিতিতে নাও থাকতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, তাদের একজন বা উভয়জনই মারাত্মক কোন সমস্যার কারণে শিশুদের সাথে ভালো ব্যবহার নাও করতে পারেন, অথবা হয়ত তারা জীবিত নেই। সেক্ষেত্রে পরিবারের অন্য কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিশুর অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন।

উপরোক্ত ব্যক্তি হতে পারেন বড় ভাই বা বোন, মামা অথবা খালা, দাদা-দাদী বা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বন্ধু।

যদি পরিবারের কেউ তোমার দায়িত্ব গ্রহণ না করে, তাহলে অপর কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি দায়িত্ব নিতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ, এমন কেউ যার শিশুদের যত্ন প্রদানের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং যতদিন পর্যন্ত না তুমি নিজের যত্ন নিতে এবং আত্মনির্ভরশীল মানুষে পরিণত হও ততদিন তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

যদি আমার যত্ন ও সুরক্ষার অভাব হয় তাহলে?

যখন অল্প বা লম্বা সময়ের জন্য মা-বাবা সন্তানের যত্ন ও সুরক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হন, তখন সরকার অবশ্যই সেসব শিশুদের জন্য অন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করবে যিনি শিশুর যত্নের দায়িত্ব পালন করবেন। এটাকে বলে 'শিশুদের বিকল্প পরিচর্যা'।

'শিশুদের বিকল্প পরিচর্যার গাইডলাইন' নামে একটি দলিল রয়েছে, সেখানে যেসব শিশুরা মা-বাবার সাথে বসবাস করে না, তাদের কিভাবে সাহায্য করতে হবে সেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে আরো বর্ণিত হয়েছে কিভাবে মা-বাবার সমস্যার সমাধান করতে হবে যাতে তারা আবারো নিজেদের সন্তানের যত্নের দায়িত্ব নিতে সক্ষম হন।

'শিশুদের বিকল্প পরিচর্যার গাইডলাইন' সকল শিশুকে যত্ন ও সুরক্ষা পেতে সহযোগিতা করে-- কোন শিশুর পরিচয়, সে কোথায় বসবাস করে, কোন এলাকা থেকে এসেছে, কোন ভাষায় কথা বলে, কোন ধর্মের, তার দক্ষতা বা লিঙ্গ পরিচয় যাই হোক না কেন।

অধ্যায় ২

তুমি এবং তোমার মা-বাবা সমস্যার মুখোমুখি হলে করণীয়

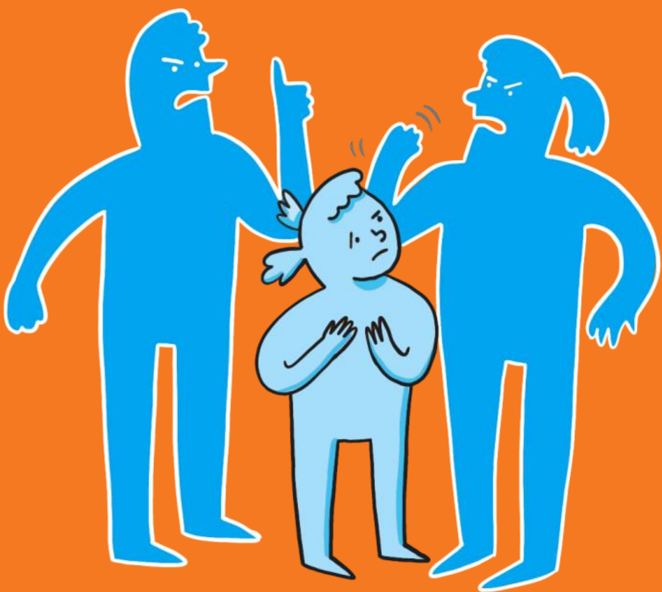

আমার দেখাশোনা করার জন্য আমার মা-বাবা কি সহযোগিতা পেতে পারেন?

কিছু কিছু ক্ষেত্রে মা-বাবার মারাত্মক কোন সমস্যার কারণে সন্তানের দেখভাল করা কঠিন হয়ে পড়ে।

উদাহরণস্বরূপ, এমন মা-বাবা রয়েছে যারা মারাত্মক অসুস্থ্য, বা কারো হয়ত মদ বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের সমস্যা রয়েছে, অথবা কেউ হয়ত গরিব এবং তাকে সাহায্য করার কেউ নেই।

সেক্ষেত্রে, তোমার এবং তোমার মা-বাবার উচিত সরকার এবং তোমার এলাকার মানুষের সহযোগিতা গ্রহণ করে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান করে ভালোভাবে একসাথে বসবাস করা। এধরণের সহযোগিতার উদাহরণ হল, পারিবার সম্পর্কিত পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, এবং বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা।

মা-বাবার সাথে বসবাস করা যদি আমার জন্য ভালো না হয়?

একটি পারিবারিক পরিবেশে নিরাপত্তা, ভালবাসা ও ভরণপোষণের নিশ্চয়তা আছে এমন পরিবেশে তোমার বেড়ে ওঠা উচিত। যদি এমন পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব না হয়, তাহলে তোমার সঠিক যত্ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের উচিত তোমার মা-বাবাকে সহযোগিতা করা।

এসবের পরও যদি ভালো ফলাফল না আসে, তাহলে তোমার ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য মা-বাবার পরিবর্তে তোমার দেখাশোনার ভার অন্য কারো উপর ন্যস্ত করা সত্যিই জরুরী হয়ে পড়বে, এমন কেউ যিনি তোমার জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে এমন সকল পরিস্থিতি থেকে তোমাকে সুরক্ষা প্রদান করবেন।

তোমার মতামত শোনার পর এবং তোমার মা-বাবা ও নিকট আত্মীয় ও বন্ধুদের মতামতের ভিত্তিতে শুধুমাত্র সরকারি সংস্থা অথবা বিচারক এই সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারেন।

অধ্যায় ৩

তোমার মা-বাবার সাথে বসবাস করা সম্ভব না হলে

আমি মা-বাবার কাছ থেকে দূরে ছিলাম। এখন আমি কোথায় যেতে পারি?

যদি তুমি মা-বাবার সাথে বসবাস করতে না পারো, সরকার তোমার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবেঃ একটি নতুন জায়গা যেখানে তুমি ভরসা করতে পারো এমন কারো সাথে বসবাস করতে পারো এবং যিনি তোমার যত্ন এবং সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

এক্ষেত্রে তোমার যাওয়ার জায়গা হিসেবে অনেকগুলো বিকল্প উপায় থাকতে হবে, যাতে তোমার মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে এবং তোমার পরিস্থিতির সাথে মিল রেখে সবচেয়ে সেরা উপায়টি নির্ধারণ করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, তোমার আত্মীয়স্বজন বা কাছের বন্ধুদের ভিতরে কারো সাথে তুমি বসবাস করতে পারো, বা তোমার পরিচিত কোন পরিবার, যারা তোমাকে উপযুক্ত যত্ন ও সুরক্ষা দিতে আগ্রহী, অথবা এমন কোন স্থান যেখানে শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষার বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের তত্ত্বাবধানে তুমি এবং তোমার মত অন্যান্য শিশুরা একত্রে বসবাস করতে পারে।

যে জায়গায় তুমি যাবে, সরকার নিশ্চিত করবে যে, সেখানে যতদিন তোমার প্রয়োজন হবে ততদিন পর্যন্ত তুমি উপযুক্ত যত্ন ও সুরক্ষা প্রাপ্ত হবে।

নতুন জায়গায় আমার জীবন কেমন হবে?

নতুন জায়গায় তোমার একান্ত প্রয়োজনগুলি পূরণ করা হবে এবং যতটা

সম্ভব তুমি আগে যেখানে থাকতে সেই এলাকার কাছাকাছি হতে হবে, যাতে কোন বড় পরিবর্তন ছাড়াই তুমি জীবন-যাপন করতে পারো এবং তুমি চাইলে তোমার পরিবার ও বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারো।

নতুন জায়গায় তুমি নিরাপদ থাকবে এবং পর্যাপ্ত খাদ্য ও বাসস্থানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা থাকবে।

সেখানে যারা তোমার দেখভাল করবে তারা যখনই প্রয়োজন হবে তখন তোমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং সহযোগিতা প্রদান করবে, তোমার শরীর ও মনের বিকাশের জন্য দরকারী স্বাস্থ্যসহায়তা, পড়াশুনা বা কর্মজীবনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং তোমার সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তোমার অংশগ্রহণকে সমুন্নত করবে।

যদি মা-বাবার সাথে বসবাস না করি, আমি কি অন্য শিশুদের মত একই অধিকার ভোগ করতে পারবো?

হ্যাঁ। আইন অনুযায়ী পৃথিবীর সকল শিশু একই অধিকার ভোগ করবে, এবং একে ‘শিশু অধিকার’ বলা হয়।

এসব অধিকারের কিছু উদাহরণ হল: নিরাপদ খাবার ও পানি, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সহিংসতা থেকে সুরক্ষা, খেলাধুলা ও বন্ধুদের সাথে অবসরকালীন বিনোদন, নিজের মতামত প্রকাশ ও তার মূল্যায়ন, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ভাষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার।

তুমি মা-বাবার সাথে বসবাস করো না বলে কেউই তোমার এসব অধিকারকে অস্বীকার করতে পারবে না। এসব অধিকারের সম্পূর্ণ তালিকা ‘জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ’ (কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড) দলিলে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এবিষয়ে আরো জানার জন্য, তুমি ভরসা করতে পারো এরকম প্রাপ্তবয়স্ক কেউ, যেমন: যে তোমার দেখাশোনা করেন বা কোন আত্মীয় অথবা শিক্ষকের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারো।

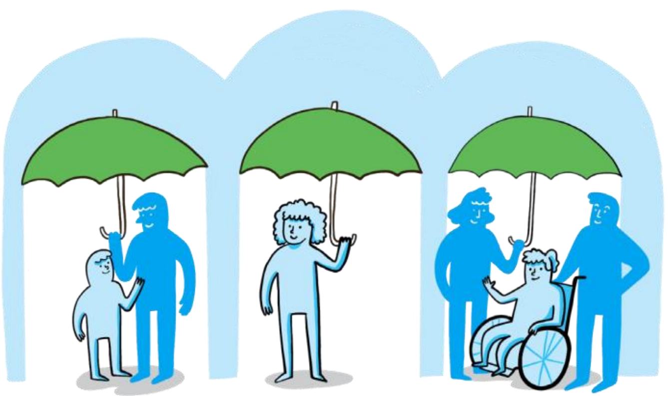

আমি কি আমার জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারি?

হ্যাঁ। তোমার জীবনের সকল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমার জানা এবং মতামত প্রদানের অধিকার রয়েছে, এবং তোমার মতামত শোনা ও তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবে সেই অধিকারও তোমার রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, তুমি কোন স্কুলে পড়বে, তোমার স্বাস্থ্যসেবা, তুমি পরিবারের সাথে থাকবে কিনা বা এটি তোমার জন্য ভালো হবে কিনা, তুমি এখন যেখানে বসবাস করছ সেখানে থাকবে কিনা এবং তোমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা নির্ধারণেও তোমার সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে।

তোমার বসবাসের স্থানে তোমাকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে সে সম্পর্কে তুমি মতামত প্রদান করতে পারবে, এবং কিভাবে তা তোমার জন্য এবং তোমার মত অন্যান্য শিশুদের জন্য আরো উন্নত করা যায় সে সম্পর্কেও মতামত প্রদান করতে পারবে।

আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হবে?

হ্যাঁ। তোমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তোমার জীবনের যাবতীয় সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে বিবেচনা করা হবে।

এজন্যই তোমার ব্যক্তিগত যত্নের পরিকল্পনা থাকা উচিত। এই পরিকল্পনায় তোমার প্রয়োজন, কিভাবে তোমার প্রয়োজন পূরণ করা হবে সেসব বর্ণিত থাকবে, পাশাপাশি ভবিষ্যত জীবনের প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইচ্ছাও গুরুত্ব পাবে।

এই পরিকল্পনা প্রণয়নে তোমার যত্ন ও সুরক্ষাকারী ব্যক্তির সহযোগিতা থাকবে, তোমার জন্য এই পরিকল্পনা সুফল বয়ে আনছে কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং অন্তত: তিন মাস পর পর তা নবায়ন করবে।

যিনি আমার দেখভাল করবেন তার কাছ থেকে আমার কি প্রত্যাশা করা উচিত?

পরিবারের সাথে বসবাস করা সম্ভব না হলে যে ব্যক্তি তোমার যত্ন প্রদানের দায়িত্বে থাকবেন তিনি আস্থাভাজন বলেই সরকার তোমার যত্ন ও সুরক্ষার দায়িত্বে তাকে নিয়োজিত করবে। এই ব্যক্তিকে সাধারণভাবে ‘যত্নদানকারী’ বলা হয়।

যত্ন প্রদানকারী তোমার জন্য উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে, তোমার শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করবে, তোমার পরিবার ও বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে, এবং যে কোন ধরণের সহিংসতা বা সম্ভাব্য খারাপ পরিস্থিতি থেকে তোমাকে রক্ষা করবে।

এই ব্যক্তির সাথে সহযোগিতামূলক ও ইতিবাচক সম্পর্ক থাকা উচিত, যাতে খোলাখুলিভাবে তার সাথে সব কথা বলতে পারো, যাতে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উপদেশ বা পরামর্শ নেয়া এবং যেসব কথা অন্য কাউকে বলা যায় না সেসব কথা তার কাছে বলতে পারো।

তুমি ছেলে নাকি মেয়ে, তোমার ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক জীবন, তোমার জীবনের গল্প, তোমার প্রয়োজন এসব বিষয়ে তার সম্মান থাকা উচিত।

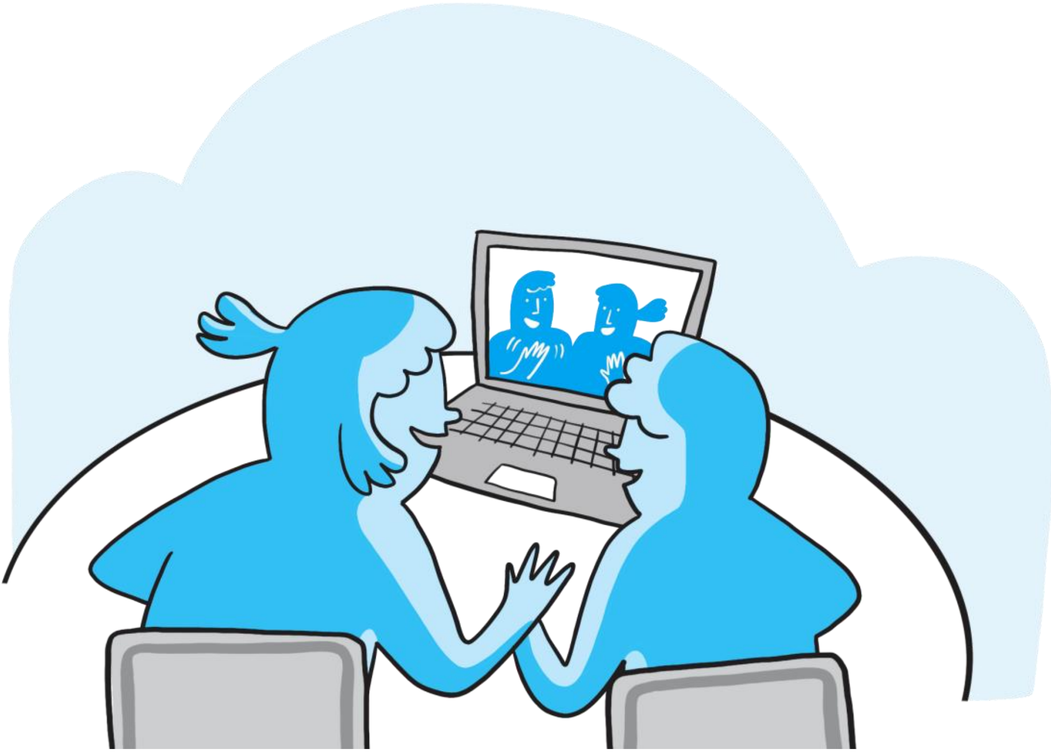

আমি কি আমার ভাই এবং বোনের সাথে বসবাস করতে পারি?

তুমি এবং তোমার ভাইবোনেরা পরিবারের বাইরে কোন যত্নপ্রদান কেন্দ্রে থাকলে, তোমাদের একসাথে থাকা উচিত। সরকার এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ তোমাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া রোধ করতে প্রয়োজনীয় সবকিছু করবে, যদি না একসাথে থাকা তোমাদের জন্য ভালো না হয়।

আমি কি পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবো?

যখনই সম্ভব এবং যদি তোমার জন্য ক্ষতিকর না হয়, পরিবারের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তোমাকে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে।

যোগাযোগ রক্ষা করলে তোমার এবং পরিবারের ভেতরকার সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে এবং একসময় হয়ত আবারও একত্রে বসবাসের পরিবেশ তৈরী হবে।

পরিবারের সাথে দেখা করবে কিনা বা কতদিন পরপর যোগাযোগ করবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তোমার অংশগ্রহণ করা উচিত।

যদি পরিবারের সদস্যদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ না থাকে, তাহলে তুমি তোমার যত্ন প্রদানকারীর মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে তথ্য পেতে পারো।

কতদিন পর্যন্ত আমি সহযোগিতা পাবো?

তোমার এমন কেউ থাকা উচিত যিনি তোমার যতদিন প্রয়োজন ততদিন তোমার যত্ন ও সুরক্ষা প্রদান করবেন, যতদিন না তোমার পরিবারের সাথে আবারো বসবাস করতে পারো, অথবা যতদিন না পর্যন্ত তুমি প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাবলম্বী হয়ে নিজের মত করে বসবাস করতে সক্ষম হবে।

সরকারি অফিস বা বিচারক কিছুদিন পরপর তোমার পরিস্থিতির মূল্যায়ন করবেন, এবং যত্ন প্রদানকারীর কাছে তোমার গৃহীত সেবা তোমার জন্য উপকারী কিনা বা কোন পরিবর্তন দরকার কিনা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তারা এ সম্পর্কে তোমার মতামত জানতে চাইবেন এবং সে মতামত বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

আমি কি আবারো মা-বাবার সাথে বসবাস করতে পারবো?

যখনই তোমার মা-বাবা বা পরিবারের অন্য সদস্যরা তোমার যত্ন দিতে প্রস্তুত হবে তখনই তুমি পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারবে। একারণেই একজন সরকারি কর্মকর্তা অথবা বিচারক প্রতিনিয়ত তোমার এবং তোমার পরিবারের সার্বিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করবেন, এবং তুমি আবারো তাদের সাথে বসবাস করতে পারো কি না সে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তোমার মতামত জানতে চাইবেন।

যদি তোমার পরিবার আবারো একত্রে বসবাস করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে কখন এবং কিভাবে তোমরা একত্রিত হবে সে সম্পর্কে একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা করা দরকার হবে। পরিকল্পনা সম্পর্কে তোমাকে জানানো হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে তোমার মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হবে।

যখন তুমি আবারো পরিবারের সাথে বসবাস করবে, তখনও তুমি এবং তোমার পরিবার সহযোগিতা পাবে যাতে নিশ্চিতভাবে তোমরা একত্রে ভালোভাবে বসবাস করতে পারো।

যদি কেউ আমাকে কষ্ট দেয় বা আমাকে আঘাত করে?

একটি নিরাপদ পরিবেশে বসবাস করার অধিকার তোমার রয়েছে। কেউ শারীরিকভাবে, অযাচিত স্পর্শের মাধ্যমে বা কটুবাক্যের মাধ্যমে তোমাকে আঘাত করতে পারবে না। যদি এমন কিছু ঘটে, তাহলে তোমার বিশ্বাসভাজন কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে বলতে হবে, উদাহরণস্বরূপ, এমন কোন ব্যক্তি যিনি তোমার যত্ন ও সুরক্ষার দায়িত্বে রয়েছেন, যেমন কোন আত্মিয় বা শিক্ষক, এবং এবিষয়ে তাদের সাহায্য চাওয়া উচিত।

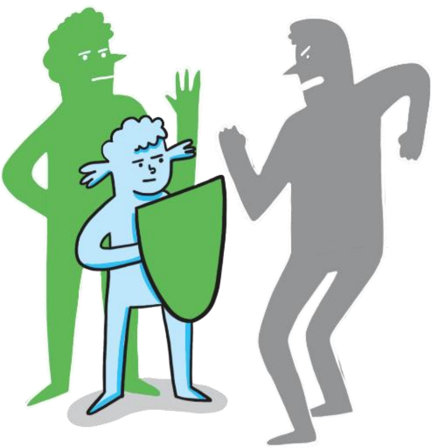

কেউ খারাপ ব্যবহার করলে বা আঘাত করলে পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই সাহায্য চাওয়ার ও সাহায্য পাওয়ার বিভিন্ন উপায় রয়েছে।

এসবের ভেতর প্রধান উপায়: শিশুদের সাহায্য সহায়তা প্রদানকারী হেল্পলাইনে ফোন করা; পুলিশকে ফোন করা বা নিকটবর্তী থানায় চলে যাওয়া; শিশু ও তরুণদের জন্য তোমার দেশের ন্যায়পাল (এটি শিশু ও তরুণদের অধিকার সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য নিয়োজিত একটি সরকারি কতৃপক্ষ) এর সাথে যোগাযোগ করা।

যদি কোন সংগঠন থেকে থাকে যারা তোমাকে, তোমার পরিবারকে বা সম্প্রদায়কে সহযোগিতা করে, তাহলে সেই সংগঠনের কোন বিশ্বস্ত কর্মীর সাহায্য (সাধারণত যে ব্যক্তি শিশু সুরক্ষা অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে) চাইতে পারো।

আমি কি আমার একান্ত সময় আশা করতে পারি?

একান্ত সময় হল যখন তুমি তোমার শরীর, বসবাসের স্থান, জিনিসপত্র এবং তথ্যসমূহে অন্যদের প্রবেশ বা অভিগমন সীমাবদ্ধ রাখতে চাও।

পরিবারের সাথে অথবা পরিবার ছাড়া বসবাস উভয় ক্ষেত্রেই তোমার গোপনীয়তা থাকা উচিত।

এমনকি যখন তুমি তোমার পরিবার থেকে দূরে বসবাস করো, সেখানেও তোমার একান্ত ব্যক্তিগত স্থান থাকা দরকার যেখানে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং শরীরের যত্ন নেয়াসহ তুমি চাইলে একাকী কিছু সময় পার করতে পারো।

এবং ব্যক্তিগত সামগ্রী রাখার জন্য সুরক্ষিত তালাবদ্ধ বাক্সের মত একটি নিরাপদ স্থান থাকতে হবে যেখানে তোমার গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

আমি কি আমার জীবনের গল্প জানতে পারবো?

হ্যাঁ। তোমার জীবনের গল্প, তোমার পরিচয় এবং কেন তুমি অন্য সব মানুষের তুলনায় আলাদা, এসব কিছু তোমার ব্যক্তি পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তোমার সম্পূর্ণ নাম, ডাকনাম, জন্ম তারিখ এবং তোমার প্রয়োজনীয় সকল তথ্যসহ নথি তোমার কাছে থাকা জরুরী যা তোমার প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়ার জন্য খুবই দরকারী।

তোমার প্রকৃত পরিচয়, তোমার পরিবার, তোমার বর্তমান অবস্থা এবং জীবনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা অবশ্যই তোমাকে জানানো উচিত।

তোমার যত্ন প্রদানকারী তোমাকে সুরক্ষা দেয়া এবং তোমার জীবনের গল্প সাজাতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, একসাথে মিলে তোমার 'জীবনের গল্পের বই' তৈরী করতে পারো যেখানে তোমার ছবি এবং জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মূহুর্তের স্মৃতি সংরক্ষিত থাকবে।

আমাকে বলা হয়েছিল যে একদিন আমি নিজের মত বসবাস করতে পারবো। তা কিভাবে সম্ভব হবে?

তুমি যখন প্রাপ্তবয়স্ক (বেশীরভাগ দেশে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়স ১৮ বছর) হবে, তখন আইনগতভাবে তোমাকে আর শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হবে না এবং তখন তুমি সক্ষম হলে অন্য কারো সাহায্য ছাড়া একা নিজের মত বসবাস করতে পারবে।

নিজের আয়ে নিজের সকল খরচ বহন করার ক্ষমতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি নিতে হলে অবশ্যই তোমার সহযোগিতা দরকার হবে, যাতে তুমি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসেবে সকল

দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হওয়ার উপযোগী হিসেবে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে পারো। একারণে তুমি যখন পরিবার থেকে দূরে বসবাস করবে তখন তোমার যত্ন প্রদানকারী তোমার এই প্রস্তুতিতে সহযোগিতা করবে। বড় হয়ে নিজেকে যেমন দেখতে চাও এবং সমাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কেমন ভবিষ্যত জীবন অতিবাহিত করতে চাও, তার প্রস্তুতি নিতে যত্ন প্রদানকারীদের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করার পরিকল্পনা তৈরী করতে পারবে।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার অনেক আগে থেকেই তোমার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করা উচিত, যাতে করে তোমার বয়স, সক্ষমতা এবং প্রয়োজন অনুসারে ধাপে ধাপে স্বাবলম্বী হওয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

এই পরিকল্পনা তোমাকে চাকরীজীবনে প্রস্তুত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য সেবা, এবং একা থাকার জন্য পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করবে।

যদি তোমার কোন ধরণের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকে, তাহলে তোমার পর্যাপ্ত সহযোগিতা পাওয়া উচিত যাতে তুমি সমাজের অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কদের মত স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহন করতে পারো।

অধ্যায় ৪

যদি তুমি ভিনদেশে একা থাকো

যদি আমি নিজের দেশের বাইরে একা হই, কে আমার দেখভাল করবে?

যদি তুমি এমন কোন দেশে অবস্থান করো যেটি তোমার দেশ নয় এবং তোমার দেখাশোনার জন্য তোমার মা-বাবা বা পরিবারের কোন সদস্য সেখানে না থাকে, তাহলে সেদেশের সরকার অবশ্যই অন্য কারো দ্বারা তোমার যত্নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

সেদেশের অন্যান্য শিশুদের মত তোমারও একই রকম সুরক্ষা ও সহযোগিতা পাওয়া উচিত, এবং সেখানকার মানুষদের উচিত তোমার মতামত, সংস্কৃতি, ভাষা এবং সামাজিক ও জাতিগত ইতিহাসকে সম্মান জানানো।

আমি কি পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবো?

তুমি যার তত্ত্বাবধানে থাকবে তিনি এবং সরকার অবশ্যই তোমার দেশে থাকা মা-বাবা ও পরিবারের সাথে যোগাযোগের জন্য সকল সহযোগিতা করবে, এবং পরিবারের সাথে পুনরায় বসবাসের ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা বা সেটি তোমার জন্য উপকারী কিনা তা বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আমি কি আন্তর্জাতিক সুরক্ষা পেতে পারি?

যদি তোমার দেশে যুদ্ধ বা সহিংসতার মতো বিপদের কারণে তোমার জীবনের ঝুঁকি তৈরী হয় এবং দেশত্যাগে বাধ্য হও তাহলে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা (যেটাকে অ্যাসাইলাম বলা হয়) চাইতে পারো। আন্তর্জাতিক সুরক্ষা পেতে হলে তোমাকে বিভিন্ন ধরণের নথি প্রদর্শন করতে হবে এবং অনেক সময় অপেক্ষা করতে হতে পারে।

তোমার যত্ন প্রদানকারী এবং সেদেশের সরকার এই কাজে তোমাকে সহযোগিতা করবে। নিজদেশে তোমার জীবনের ঝুঁকি বা নিরাপত্তাহীনতা থাকলে বা সেখানে তোমাকে দেখাশোনার মত প্রাপ্তবয়স্ক কেউ না থাকলে তোমাকে দেশে ফিরিয়ে দেয়া হবে না।

আমাকে কি আটক করা হবে?

তুমি কোন অপরাধ না করলে, শুধুমাত্র অন্য দেশে চলে এসেছো বলে তোমাকে আটক করা উচিত নয়। এমনকি, যদি ভিনদেশে কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি

জোরপূর্বক আইনের পরিপন্থি কোন কাজ করতে তোমাকে বাধ্য করে তবুও তোমাকে আটক করা উচিত নয়।

অধ্যায় ৫

তোমার দেশে জরুরী পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে কি হবে?

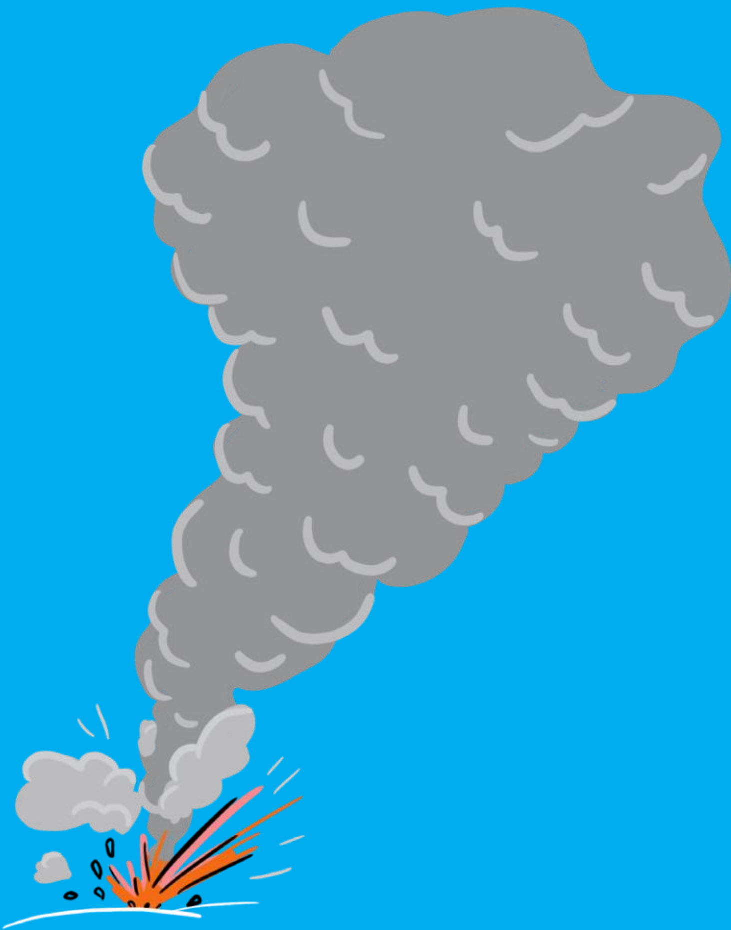

জরুরী পরিস্থিতি কি?

জরুরী পরিস্থিতি হল যুদ্ধ, বন্যা, ভূমিকম্প বা এধরণের দুর্যোগসমূহ।

জরুরী পরিস্থিতিতে আমার যত্ন প্রদানের জন্য আমার পরিবারের সহযোগিতা দরকার হলে কি হবে?

যদি তোমার দেশে কোন জরুরী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তোমার এবং তোমার পরিবারের খাদ্য এবং চিকিৎসা সহযোগিতা পাওয়া উচিত, কিন্তু এসবের সাথে অন্যান্য মৌলিক সেবা যেমন, স্কুলে যাওয়া বা তোমার মানসিক স্বাস্থ্য সহযোগিতার জন্য কোন পেশাদারের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া উচিত।

তোমাকে তোমার পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয় এবং জরুরী পরিস্থিতির কারণে তোমাকে অন্য কোন দেশে পাঠানো উচিত নয় যদি না সেখানে নিরাপত্তার বিষয় জড়িত থাকে বা তোমার বিশেষ চিকিৎসা সহায়তা দরকার হয়। এসব ক্ষেত্রে, তোমার সাথে একজন বিশ্বস্ত প্রাপ্তবয়স্ক থাকতে হবে এবং তোমাকে ফিরিয়ে আনার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে।

সেখানে আমার পরিবারের কেউ না থাকলে কে আমাকে সাহায্য করবে?

যদি জরুরী পরিস্থিতিতে তুমি সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ো, তাহলে প্রাপ্তবয়স্ক কেউ যিনি তোমাকে সাহায্য করবেন তিনি সর্বপ্রথম তোমার সম্পর্কে জানবেন এবং তোমার পরিচয় (তোমার নাম, কোন জায়গা থেকে এসেছো ইত্যাদি) নথিবদ্ধ করবেন।

তথ্য লিপিবদ্ধ করার ফলে তোমার কি প্রয়োজন, সেই সাথে সাথে তুমি এবং তোমার পরিবারের সদস্যরা কোথায় অবস্থান করছো, এবং হয়ত তোমাকে তোমার পরিবারের সাথে পুনরায় একত্রিত করতে সাহায্য করবে।

তোমাকে বিশ্বস্ত কোন যত্ন প্রদানকারীর কাছে কিছুদিন বসবাস করার জন্য পাঠানো হতে পারে, যতদিন না তোমার মা-বাবা বা পরিবারের সদস্যদের পাওয়া যায়, বা যতদিন না পর্যন্ত তোমার প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনায় উপযোগী একটি নতুন পরিবার পাওয়া যায়।

৫০০ জনের অধিক শিশু ও কিশোরকে ধন্যবাদ যারা এই বুকলেট তৈরীতে অবদান রেখেছেন।

শিশুদের বিকল্প পরিচর্যা বিষয়ক নির্দেশিকা -এর মূল আইনি লেখাটি জাতিসংঘের ডিজিটাল গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে

© 2019 Child and youth friendly text
by SOS Children's Villages International
Brigittenauer Lände 50–54, 1200 Vienna, Austria

www.sos-childrensvillages.org
© 2019 Graphics and layout by Visuality.eu

SOS CHILDREN'S VILLAGES